ভক্তরক্ষক শ্রীজগন্নাথদেব

ড: মধুসূদন কৃষ্ণ দাস

শ্রীভগবান শুধু ভক্তবৎসলই নন, ভক্তের আপদ-বিপদে তিনি তাকে রক্ষাও করে থাকেন। অনন্যমনা এবং প্রীতি যুক্ত ভক্তকেও রক্ষা করার জন্য প্রয়োজনে তিনি যুদ্ধ পর্যন্ত করেন। আবার দুষ্কৃতীকারীদেরকে ধ্বংসের ভয় দেখিয়েম কখনো বা উপযুক্ত শাস্তি দিয়েও তিনি ভক্তের মান-মর্যাদা সহ তাকে দৈহিক ভাবেও রক্ষা করেন। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বৈভব বিলাস শ্রী শ্রী জগন্নাথদেবের লীলায় এরূপ অনেক ঘটনা দেখতে পাওয়া যায়। ভক্তরক্ষক হিসাবে শ্রীজগন্নাথদেবের কিছু লীলা আমরা নীচে তুলে ধরলাম।

১. রাজা পুরুষোত্তমদেবের পক্ষে কাঞ্চীরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ:
রাজা পুরুষোত্তমদেব ছিলেন শ্রীজগন্নাথদেবের একজন শুদ্ধভক্ত। একসময় তার সাথে কাঞ্চীপুরের রাজকন্যার বিবাহ স্থির হয়। বিয়ের আগে কাঞ্চীরাজ তার মন্ত্রীকে পুরুষোত্তমদেবের সম্পর্কে সব কিছু জানার জন্য নীলাচলে পাঠান। তার কাছ থেকে পরে জানতে পারেন যে পুরুষোত্তম দেব মূলত একজন ঝাড়ুদারের মতো জগন্নাথদেবের রথের সামনে ঝাড় দেন। এই অবস্থায় তিনি কন্যা সম্প্রদান করতে অস্বীকার করেন। পুরুষোত্তমদেব তখন রেগে গিয়ে কাঞ্চীপুর আক্রমণ করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তিনি যুদ্ধে হেরে যান। তিনি ভাবলেন এখন কাঞ্চীরাজ উড়িষ্যা রাজ্য আক্রমণ করে রাজ্যতো হারাবই তার সাথে শ্রীজগন্নাথদেবের সেবা থেকেও বঞ্চিত হবো। শেষোক্ত ভাবনায় তিনি প্রভু জগন্নাথদেবের অভয়চরণে কায়মনোবাক্যে এই প্রার্থনা করলেন - হে প্রভু তোমার এই অধম সেবকের পাশাপাশি কাঞ্চীরাজ তোমারও অপমান করেছে। তাই তুমি তোমার এবং আমার সন্মান পুনরুদ্ধার করে দাও। আমি যেন কোন অবস্থায়ই তোমার সেবাকার্য্য থেকে বঞ্চিত না হই।

ঐদিন রাত্রেই জগন্নাথদেব পুরুষোত্তমদেবকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বললেন, - তোমার এত চিন্তার কারণ নেই। তুমি শুধু পুনরায় যুদ্ধের আয়োজন কর। এবার বলদেব সহ আমি নিজে সরাসরি যুদ্ধ করে কাঞ্চীরাজকে হারাব। পুরুষোত্তম যথারীতি পুনরায় যুদ্ধ ঘোষণা করে সৈন্যসামন্ত সহ কাঞ্চীর দিকে অগ্রসর হলেন। আর তার পূর্বেই স্বয়ং জগন্নাথদেব একটি কালো এবং বলদেব একটি সাদাবর্ণের ঘোড়ায় চড়ে কাঞ্চীর দিকে অগ্রসর হলেন। যথারীতি যুদ্ধের পর কাঞ্চীর রাজা পরাজিত হন।

২. বন্ধু মহান্তিকে রাজরোষ থেকে রক্ষা:
উড়িষ্যার যাজপুরে বন্ধু মহান্তি নামে একজন অতি নিষ্ঠাবান দরিদ্র ব্রাহ্মণ বাস করতেন। স্ত্রী, দুইকন্যা এবং একপুত্র সহ গরীবের সংসার। ভিক্ষার মাধ্যমে সংসার চালাতেন। একবার অতি খরার দরুণ ভিক্ষাভাবের সম্মুখীন হয়ে তাদের পক্ষে প্রাণে বাঁচা দায় হয়ে পড়ে। বন্ধু মহান্তি ছিলেন জগন্নাথদেবের পরম ভক্ত। এই দুর্দিনে তাঁর কথা বন্ধু মহান্তির মনে পড়ায় সবাই নীলাচলের দিকে রওনা হন এবং একসময় জগন্নাথ দেবের মন্দিরে এসে পৌছান। তারা মন্দিরে সরাসরি প্রবেশ করতে না পেরে পূর্বদিকে গিয়ে পতিতপাবণ শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করলেন। এরপর ক্ষুধার দরুণ তারা জগন্নাথদেবের রান্নাঘরে গিয়ে ভাতের মাড় খেলেন। এতে ক্ষুধার জ্বালা কিছুটা নিবৃত্ত হল। তারপর বন্ধু মহান্তি তাদেরকে অনাহারের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য জগন্নাথদেবের কাছে কাতরভাবে প্রার্থণা করলেন। একসময় সেই রন্ধন-শালায় সবাই ঘুমিয়ে পড়লেন। গভীররাত্রে স্বয়ং জগন্নাথ দেব মন্দির থেকে বের হয়ে সেখানে আসেন এবং একটি স্বর্ণের থালায় পিঠা-পুলি-ক্ষীর-সন্দেশ ইত্যাদির মত অতি উৎকৃষ্ট খাদ্যবস্তু সাজিয়ে মন্দিরের দক্ষিণ দ্বারে এসে বন্ধু মহান্তিকে ডাকতে লাগলেন। একসময় ডাক শুনে বন্ধু মহান্তি এলে জগন্নাথদেব তার হাতে থালাটি দিয়ে বললেন - আপনি এই প্রসাদ গ্রহণ করুন। আমি পরে এসে থালাটি নিয়ে যাব। বন্ধু মহান্তি তখন পরিবার সহ ঐ প্রসাদ খেলেন। কিন্তু অনেকক্ষণ যাওয়ার পরও ছদ্মবেশী জগন্নাথদেব না আসায় বন্ধু মহান্তি কাপড় দ্বারা থালাটি সযত্নে বেঁধে রাখলেন।

পরদিন জগন্নাথদেবের সোনার থালা দেখতে না পেয়ে পূজারীগণ তার খোঁজ করতে থাকে। একসময় তারা মন্দিরের দক্ষিণদিকে অবস্থানরত বন্ধু-মহান্তির কাছে তা রয়েছে দেখতে পায়। তখন তাকে সবাই প্রহার করে এবং একসময় হাত-পা বেঁধে জেলখানায় নিক্ষেপ করে।

এমতাবস্থায় বন্ধু মহান্তি নিজেকে রক্ষার জন্য জগন্নাথদেবের কাছে আকুলভাবে প্রার্থণা জানাতে থাকে। জগন্নাথদেব তখন তাঁর ভক্তকে রক্ষার জন্য স্বয়ং রাজাকে স্বপ্নে বলেন, বন্ধু মহান্তি থালা চুরি করেনি। আমি ঐ থালায় তাকে খাদ্যদ্রব্য দিয়েছিলাম। তাকে এখনই ছেড়ে দাও এবং তার কাছে ক্ষমা চাও। অন্যথায় সপরিবারে তোমার ধ্বংস অনিবার্য। রাজা এই প্রত্যাদেশ পেয়ে বন্ধু মহান্তিকে মুক্ত করার পাশাপাশি তাকে মন্দিরে মন্দিরে থাকার জন্য জায়গা দিলেন এবং তার পরিবার-এর খাওয়া-দাওয়ার স্থায়ী বন্দোবস্ত করে দেন।

৩. অহৈতুকী ভক্ত রহীম আলীকে রক্ষা:
একসময় বৃন্দাবন থেকে নীলাচলে যাত্রাকালে শ্রীস্বরূপদাসজী নামে একজন মহান বৈষ্ণব দিল্লীর চকবাজারে এক দর্জির দোকানের সামনে দাঁড়ালেন। দোকানের মালিকের নাম রহিম আলী। দিল্লীর বাদশাহের সবধরণের দর্জি-কাজ তিনিই করেন। রহিম আলী জানলেন বৈষ্ণবজী নীলাচলে জগন্নাথদেবের রথযাত্রায় অংশ গ্রহণের জন্য সেখানে যাচ্ছেন। স্বরূপদাসজীর কাছ থেকে জগন্নাথ দেবের রথ এবং তাঁর মহিমার কথা শুনে রহিম আলীর মন জগন্নাথ-দেবের দর্শন লাভের জন্য অত্যন্ত উদগ্রীব হয়ে পড়ে। রহীম অভ্যাস বসে ব্যস্ত সেলাই করছেন বটে, কিন্তু মনে মনে অনবরত জগন্নাথের চিন্তাই করছেন। এভাবে একসময় রথযাত্রার দিন এসে পড়ে। অথচ ঐদিন আবার রহীম আলীরও ব্যস্ততা বেড়ে যায়। কারণ তাকে ঐদিনই পাঁচশত অতি মূল্যবান গদি বাদশাহের দরবারে জমা দিতে হবে। কাজ করতে করতে সর্বশেষ গদিটিতে যখন তিনি মুক্তার ঝালর লাগাচ্ছিলেন তখন রসিক দাসজীর মুখে শোনা জগন্নাথদেবের পহন্ডি বিজয় উৎসবের কথা তাঁর মনে পড়ে যায়। মানসচোখে দেখছেন একের পর এক গদিতে জগন্নাথদেব লাফ দিয়ে দিয়ে সামনে এগুচ্ছেন। তখন তার সামনে এক নবীন সন্ন্যাসী এসে বললেন, তোমার এই সুন্দর গদিটা দাও যার উপরে জগন্নাথদেব লাফ দিয়ে সামনে এগিয়ে যেতে পারেন। রহীম আলী সেই গদি পরমানন্দে দিয়ে দিলেন। আর জগন্নাথদেব ঐ গদির উপর লাফ দিয়ে উঠতেই গদিটা খন্ড বিখন্ড হয়ে গেল। মনের আনন্দে রহীম আলী একে একে তার কাছে থাকা সব গদি জগন্নাথদেবের পহন্ডি-বিজয় সেবার জন্য দিয়ে দিলেন। একসময় তার হুশ ফিরে এলো। দেখলেন তার তৈরী একটা গদিও নেই। অথচ আজই তাকে ৫০০ গদি বাদশাকে দিতে হবে। নিজের মৃত্যুদণ্ড অবধারিত জেনেও একসময় সে বাদশাহের কাছে বিমর্ষ অবস্থায় উপনীত হয়। বাদশাহ তাকে দেখে বললেন, আবার এসেছ কেন? তোমার প্রদত্ত গদি খুব উন্নত মানের হয়েছে। আমি খুবই খুশী। অনেকক্ষণ পর রহিম বুঝতে পারলো বাদশাহের ক্রোধ এবং শাস্তি থেকে তাকে রক্ষা করার জন্যই স্বয়ং করুণাময় শ্রীজগন্নাথদেব নিজেই রহীম আলীর রূপ ধরে ৫০০টা গদি বাদশাকে আগেই দিয়ে গিয়েছে। এভাবে জগন্নাথদেব তার অহৈতুকী কৃপার মাধ্যমে রহীম আলীকে দিল্লীর বাদশাহের কোপ থেকে বাঁচিয়ে দেন।

৪. ভক্তকে রক্ষা করার পাশাপাশি অভক্তকে শাস্তি প্রদান:
গীতায় শ্রীভগবান দৃপ্তকণ্ঠে অর্জুনের মাধ্যমে ঘোষণা করেছেন যে তার ভক্তের কোন বিনাশ নাই। সাধুদেরকে পরিত্রাণ এবং দুষ্কৃতীকারীদেরকে হয় বিনাশ না হয় দমন - এই দুটি কাজও ভগবান করে থাকেন। নীচে এই সম্পর্কে একটি কাহিনী বর্ণনা করা হলো।

দিল্লীতে একসময় পরমেষ্ঠী নামে একজন ভগবৎ ভক্ত দর্জি ছিলেন। তার কাজে তিনি অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন। একবার দিল্লীর বাদশাহ তাকে মণি-মুক্তা ও হীরাখচিত দুটি বালিশ তৈরীর জন্য অনুরোধ করলেন। বালিশ তৈরীর জন্য বাদশাহ প্রেরিত বহু মূল্যবান কাপড় এবং রত্নসমূহ পেয়ে পরমেষ্ঠীর মনে হল এসব শ্রীজগন্নাথদেবেরই সম্পদ। তাঁর পহন্ডি বিজয় উৎসবের সময় তৈরী বালিশ জগন্নাথকে দেয়া যাবে। রথযাত্রার সময় পহন্ডি বিজয় উৎসব তিনি ধ্যাননেত্রে দেখতে লাগলেন। হঠাৎ তিনি দেখলেন জগন্নাথের একটি বালিশ ফেটে গেল। তখন জগন্নাথদেবের জন্য আর একটি বালিশ প্রয়োজন। তাই তিনি যে বালিশটি তৈরী করেছিলেন, সেটি মনে মনে এগিয়ে দিলেন। দেখলেন জগন্নাথদেব তার বালিশটি গ্রহণ করলেন। যখন তার চেতনা ফিরে এলো, তখন দেখলেন যে তার তৈরী বালিশ আর নেই। একদিকে জগন্নাথ কর্তৃক তার সেবা গ্রহণহেতু আনন্দ এবং অন্যদিকে বাদশাহের শাস্তি - দুইয়ের মাঝখানে পরে তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন।

পরবর্তী সময়ে একটি বালিশ দিতে না পারায় পরমেষ্ঠীকে বাদশাহ কারাগারে নিক্ষেপ করলেন। তখন তিনি ভগবান জগন্নাথদেবকে আকুলভাবে একান্ত মনে ডাকতে লাগলেন। ভক্তের দুরবস্থা দেখে শ্রীজগন্নাথদেব তখন পরমেষ্ঠীকে কারাগারের শৃঙ্খল মুক্ত করলেন। এরপর তিনি বাদশাহকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে কারাগার থেকে পরমেষ্ঠীকে মুক্ত করে দেয়ার জন্য আদেশ দিলেন। তারপর জগন্নাথদেব বাদশাহের পিঠে চাবুক দিয়ে প্রহার করা আরম্ভ করলেন। দুঃসহ আঘাতে

বাদশাহের ঘুম ভেঙ্গে যায় এবং তিনি স্বরবে চীৎকার এবং ক্রন্দণ করতে লাগলেন। পরদিন বাদশাহ নিজে কারাগারে আসেন এবং পরমেষ্ঠীর কাছে ক্ষমা চেয়ে তাকে কারাগার থেকে মুক্ত করে দিলেন।

শ্রীজগন্নাথদেব তাঁর অনেক ভক্তকে বিভিন্ন ভাবে রক্ষা করেছেন তার বিবরণ বিভিন্ন শাস্ত্র ও ধর্মগ্রন্থে রয়েছে। প্রবন্ধের পরিধি বেড়ে যাবে বলে এই সম্পর্কে আর অতিরিক্ত আলোচনা করা হল না।